যুগান্তর

তারিখ ...27 JUL 2016...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...১...

বেরোবির সাবেক ভিসির নামে মামলায় চার্জশিট শিগগিরই

রংপুর ব্যুরো

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) সাবেক ভিসি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল জলিল মিয়ার নামে দায়ের হওয়া দুদকের মামলার চার্জশিট শিগগিরই দেয়া হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে নিয়োগবাণিজ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন মালামাল ক্রয়ের নামে অর্থ তছরূপ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ আসে দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক)। দুদকের তদন্ত দল অনুসন্ধান করে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের সত্যতার প্রমাণ পেয়েছে। দুদকের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

দুদক রংপুর সমন্বিত কার্যালয়ের উপপরিচালক মোজহার আলী সরকার জানান, সম্প্রতি দুর্নীতির অভিযোগে রংপুরে দু'জন সাবরেজিস্ট্রার, একজন ব্যাংক কর্মকর্তা, একজন হিসাব সংরক্ষণ কর্মকর্তা ও একজন পিআইওসহ বিভিন্ন মামলায় ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। তিনি প্রসঙ্গক্রমে জানান, বেরোবির সাবেক ভিসি প্রফেসর আবদুল জলিল মিয়ার বিরুদ্ধে অর্থিক সুবিধা নিয়ে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, বিভিন্ন মালামাল ক্রয়ের নামে অর্থ লুটপাট, ক্ষমতার অপব্যবহার ও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। দুদকের পক্ষ থেকে তদন্ত করে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে।

দুদকের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, প্রফেসর জলিল ভিসি থাকাবস্থায় মেয়ে, ভাই ও ভাতিজাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শাখায় চাকরি দিয়েছেন। ভায়রাকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। এছাড়া আর্থিক সুবিধা নিয়ে বিভিন্ন শাখায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৮

ভিসির নামে মামলা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কমিশনের অনুমোদন ছাড়াই কয়েকশ' কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছেন। এভাবে তিনি প্রায় অর্ধ কোটি টাকা ঘুষ নিয়েছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎসহ অর্থিক ক্ষতি করেছেন। দুদক রংপুর জেলা সমন্বিত কার্যালয় সূত্র জানায়, তাদের হাতে ২০৮টি মামলা বিচারাধীন ও ১০৭টি মামলার তদন্ত কাজ চলছে।